গঠনতন্ত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন DUMAA

১। **নামকরণ ঃ**

অ্যাসোসিয়েসনের নাম হবে " ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন", ইংরেজীতে " Dhaka University Mathematics Alumni Association " সংক্ষেপে DUMAA.

২। **মনোগ্রাম ঃ**

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (DUMAA) এর একটি নিজস্ব মনোগ্রাম থাকবে।

৩। **প্রতিষ্ঠাকাল ঃ**

২০ শে জানুয়ারী ২০১২ (অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সম্মেলন এর এই তারিখকে প্রতিষ্ঠাকাল হিসাবে গণ্য করা হয়)।

৪। **কার্যালয় ঃ**

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন এর নিজস্ব কার্যালয় না হওয়া পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর গণিত বিভাগ অ্যাসোসিয়েসনের কার্যালয় হিসাবে গণ্য হবে।

৫। **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ**

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য সমুহ সাধনের লক্ষে পরিচালিত হবে ঃ

(ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিচিতির সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সেতুবন্ধন তৈরি করা এবং সবার মধ্যে সহমর্মিতা ও সহযোগিতার মনোভাব জাগরূক রাখা;

(খ) অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক সমাবেশ, সেমিনার , প্রদর্শনী ও ভ্রমণের আয়োজন করা;

(গ) অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের মধ্যে কেউ সামাজিক বা স্বাস্থ্যগত বিপর্যয়ের মুখোমুখি হলে তাঁর সার্বিক সাহায্যে এগিয়ে আসা;

(ঘ) গণিত বিভাগের মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা দান ও বিভাগের উন্নয়নে সর্বাত্মক ভূমিকা রাখা;

(ঙ) অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের সন্তানদের লেখাপড়া এবং চাকুরী সংক্রান্ত বিষয়ে যথা সম্ভব সহযোগিতা করা;

(চ) অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য অথবা তাঁদের স্ত্রী/ স্বামী সন্তানদের মধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কোন কৃতিত্ব অর্জনকারীকে বাৎসরিক সমাবেশের সময় সংবর্ধনা প্রদান;

(ছ) জাতীয় দুর্যোগ এবং দেশ ও সমাজের প্রয়োজনে কাজ করার জন্য একটি কল্যাণ তহবিল গঠন করা এবং তহবিলের অর্থে জনকল্যাণমূলক কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করা;

(জ) জাতীয় পর্যায়ে সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে গণিতের প্রয়োগ উৎসাহিত করা;

(ঝ) গণিতের উন্নয়ন ও বিকাশে বিশেষ অবদান রেখেছেন/রাখছেন এমন ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে সম্মাননা প্রদানের ব্যবস্থা করা;

(ঞ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতামুলক কার্যক্রম পরিচালনা করা,

(ট) উপর্যুক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসূমহ অর্জনে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৬। **তহবিল গঠন ঃ**

অ্যাসোসিয়েশন-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অর্জন, হস্তান্তর, বিনিময় এবং সংগৃহীত অর্থের বিনিয়োগ ও ব্যবহারের জন্য একটি তহবিল গঠন করা হবে।

৭। **অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা ঃ**

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগ থেকে যে কোন ডিগ্রীপ্রাপ্ত (Undergraduate, Graduate, M. Phil., Ph.D.) সকল প্রাক্তন শিক্ষার্থী অ্যাসোসিয়েসনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সদস্য হতে পারবেন।

৮। **সদস্য ঃ**

অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যগণের কাঠামো হবে নিম্নরূপ ঃ

(ক) আজীবন সদস্য- এককালীন ২০০০/- (দুই হাজার টাকা) অ্যাসোসিয়েশনের তহবিলে জমাদানের মাধ্যমে আজীবন সদস্য হতে পারবেন। আজীবন সদস্যগণ স্থায়ী সদস্য হিসাবে বিবেচিত হবেন এবং তাঁদেরকে বাৎসরিক আর কোন চাঁদা দিতে হবেনা।

(খ) সাধারণ সদস্য- প্রতি বৎসর ৫০০/- (পাঁচশত টাকা) অ্যাসোসিয়েশনের তহবিলে জমা প্রদানের মাধ্যমে সাধারন সদস্য হতে পারবেন। সাধারণ সদস্যগণ অস্থায়ী সদস্য হিসাবে বিবেচিত হবেন। বাৎসরিক চাঁদা পরিশোধ ব্যতিরেকে বাষিক সভায়/ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ/ ভোট প্রদান করা যাবে না।

(গ) দাতা সদস্য- সদস্যদের (সাধারন, আজীবন ও সহযোগী) মধ্য হতে এককালীন নূ্যনতম ৫০.০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা) স্থায়ী প্রদানের মাধ্যমে দাতা সদস্যের মর্যাদা প্রাপ্ত হবেন।

৯। সহযোগী সদস্য (শিক্ষক)ঃ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের ছাত্র ছিলেননা, কিন্তু গণিত বিভাগে শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত আছেন/ছিলেন এমন শিক্ষকগণ এককালীন ২০০০/- (দুই হাজার টাকা) অ্যাসোসিয়েসনের তহবিলে জমাদানের মাধ্যমে আজীবন সদস্য হতে পারবেন।

১০। **সদস্য পদ বাতিল/ সাময়িক বাতিল ঃ**

(ক) কোন সদস্য নিজ ইচ্ছায় সদস্য পদ প্রত্যাহার করতে চাইলে তিনি নির্বাহী পর্ষদের নিকট লিখিত আবেদনের মাধ্যমে সদস্য পদ প্রত্যাহার করতে পারবেন।

(খ) কোন সদস্য অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হলে বা অ্যাসোসিয়েশনের নিয়ম ভঙ্গ করলে অথবা অ্যাসোসিয়েসনের সুনাম ভঙ্গের কাজ করলে নির্বাহী পর্ষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সুপারিশ ও সাধারণ পর্ষদের অনুমোদন ক্রমে সদস্য পদ সাময়িক বা স্থায়ী ভাবে বাতিল বা স্থগিত করতে পারবেন।

(গ) একবার সদস্যপদ বাতিল বা সাময়িক ভাবে বাতিল হলে তা পুনর্বহালের ক্ষমতা সাধারণ পর্ষদের থাকবে। এ ব্যপারে নির্বাহী পর্ষদ চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবেন।

১১। **সাংগঠনিক কাঠামো ঃ**

(ক) সাধারণ পর্ষদ
(খ) নির্বাহী পর্ষদ
(গ) উপদেষ্টা মন্ডলী

১২। **সাধারণ পর্ষদের গঠন, ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ**

(ক) সাধারণ পর্ষদ অ্যাসোসিয়েশনের সকল সদস্য নিয়ে গঠিত হবে।
(খ) সাধারণ পর্ষদ সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হবে এবং এর সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
(গ) সাধারণ পর্ষদ নির্বাহী পর্ষদ গঠন/ নির্বাচন করবে।
(ঘ) সাধারণ পর্ষদ গঠনতন্ত্রের অনুমোদন, সংশোধন ও পরিবর্তন করতে পারবে।

১৩। **নির্বাহী পর্ষদের কাঠামো ঃ**

(ক) অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাহী পর্ষদ ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। (নির্বাহী পর্ষদ সাধারণ সদস্যদের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) জনকে কো-অপ্ট করতে পারবে এবং মেয়াদ পর্যন্ত নির্বাহী সদস্য পদ বহাল থাকবে।)

(খ) নির্বাহী পর্ষদের গঠন হবে নিম্নরূপ ঃ

সভাপতি	১জন (গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান)
সহসভাপতি	৫জন
সাধারণ সম্পাদক	১ জন
অর্থ সম্পাদক	১জন
যুগ্ম সম্পাদক	২ জন
সাংগঠনিক সম্পাদক	১জন
দপ্তর সম্পাদক	১জন
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	১জন
সাহিত্য সম্পাদক	১জন
আন্তর্জাতিক সম্পাদক	১জন
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	১জন
ক্রীড়া সম্পাদক	১জন
সমাজকল্যাণ সম্পাদক	১জন
সদস্য	১৭ জন

(ঘ) গঠনের তারিখ হতে নির্বাহী পর্ষদের মেয়াদ হবে দুই বছর। সাধারণতঃ এই সময়কাল ইংরেজী বর্ষপুঞ্জী অনুযায়ী (জানুয়ারী-ডিসেম্বর) সম্পন্ন করা হবে।

১৪। উপদেষ্টা মন্ডলী ঃ

অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র (বয়সের দিক থেকে) সদস্যদের মধ্য থেকে অনূ্যন ৭জনকে নিয়ে উপদেষ্টা মন্ডলী গঠিত হবে। নির্বাহী পর্ষদ সময়ে সময়ে উপদেষ্টা মন্ডলীর পরামর্শ গ্রহণ করবেন।

১৫। **নির্বাহী পর্ষদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ**

(ক) অ্যাসোসিয়েশনের সকল প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কার্যাবলী পরিচালনা, কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে নির্বাহী পর্ষদের সার্বিক ক্ষমতা থাকবে।

(খ) নির্বাহী পর্ষদ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সরকারের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবে।

(গ) অ্যাসোসিয়েশনের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

(ঘ) গঠনতন্ত্রের কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে তা ব্যাখ্যা করবে।

(ঙ) নির্বাহী পর্ষদ প্রয়োজন অনুসারে এক বা একাধিক উপ কমিটি গঠন করতে পারবে।

(চ) বদলি, পদত্যাগ বা অন্য কোন কারণে নির্বাহী পর্ষদে কোন কর্মকর্তার নির্বাহী সদস্যপদ শূন্য হলে উক্ত অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্বাহী পর্ষদ সাধারণ (আজীবন) সদস্যদের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ তিন জনকে কো-অপ্ট করতে পারবে এবং মেয়াদ পর্যন্ত বহাল থাকবে।

(ছ) অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনের জন্য নির্বাহী পর্ষদ নির্বাচন কমিশন গঠন করবে।

১৬। **নির্বাহী পর্ষদের কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ**

(ক) সভাপতি ঃ সভাপতি এই অ্যাসোসিয়েশনের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। তিনি সংগঠনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন। তিনি সভা আহবান করার জন্য সাধারণ সম্পাদককে পরামর্শ দেবেন। সাধারণ সম্পাদক সভা আহবানে অপারগ হলে বা জরুরী সভা ডাকার প্রয়োজন হলে তিনি সভা আহবান করবেন।

(খ) সহ-সভাপতি ঃ তিনি সভাপতির কাজে সহায়তা করবেন এবং সভাপতির অনুপস্থিতিতে ১নং সহ-সভাপতি, তাঁর অনুপস্থিতিতে ২ নং সহ-সভাপতি, তাঁর অনুপস্থিতিতে ৩ নং সহ-সভাপতি, তাঁর অনুপস্থিতিতে ৪ নং সহ-সভাপতি, তাঁর অনুপস্থিতিতে ৫ নং সহ-সভাপতি ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(গ) সাধারণ সম্পাদক ঃ অ্যাসোসিয়েশনের সার্বিক কাজের তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনার দায়িত্বে থাকবেন। সভাপতির পরামর্শক্রমে সভা আহবান করবেন এবং সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করবেন। তিনি সাধারণ পর্ষদের সভায় অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করবেন। তিনি সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা নগদ নিজের কাছে রাখতে পারবেন ও ব্যয় করতে পারবেন।

(ঘ) অর্থ সম্পাদক ঃ কোষাধ্যক্ষ অ্যাসোসিয়েশনের বাজেট প্রণয়ন, আয়-ব্যয়ের যাবতীয় হিসাব সংরক্ষণ, ক্যাশবই লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করবেন। তিনি বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সাধারণ সভায় পেশ করবেন।

(ঙ) যুগ্ম সম্পাদক ঃ সাধারণ সম্পাদকের কাজে সহায়তা করবেন। সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ১নং ও ২নং যুগ্ম সম্পাদক (অনুপস্থিতির ক্রমানুসারে) ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

(চ) সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক যাবতীয় কাজে সম্পাদককে সহযোগিতা করবেন।

(ছ) দপ্তর সম্পাদক ঃ দাপ্তরিক ও যোগাযোগ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করবেন এবং অ্যাসোসিয়েশনের সভার কার্যবিবরণী বহি, নোটিশ বহিসহ সকল রেজিষ্ট্রার (ক্যাশবই ব্যতীত) সংরক্ষণ করবেন। তিনি অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় দলিল পত্র, ফাইল, সম্পত্তি ইত্যাদির সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন।

(জ) প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ঃ অ্যাসোসিয়েশনের সার্বিক কর্মকান্ডের ও কর্মসূচীর প্রয়োজনীয় প্রচার, পূনর্মিলনী ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে সুভ্যেনীর বা বুকলেট, গবেষণা ইত্যাদি প্রকাশনার ব্যবস্থা করাসহ অ্যাসোসিয়েশনের ও সদস্যদের তথ্যসমৃদ্ধ একটি ডাটাবেজ প্রস্তুত, হালফিল ও সংরক্ষণ করবেন।

(ঝ) সাহিত্য সম্পাদক ঃ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সভা বা অন্য কোন সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত সুভ্যেণর বা কোন পুস্তিকা প্রকাশের জন্য লেখা সংগ্রহ ও তা প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন।

(ঞ) আন্তর্জাতিক সম্পাদক ঃ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ রক্ষা এবং সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে যোগাযোগ করে সংগঠনের পক্ষে প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করবেন। বহি:বিশ্বে গণিত বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

(ট) সাংস্কৃতিক সম্পাদক ঃ অ্যাসোসিয়েশনের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা, বার্ষিক পুনর্মিলনী বা বার্ষিক সাধারণ সভাসহ সময়ে সময়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কর্মসূচীতে সাংস্কৃতিক কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবেন।

(ঠ) ক্রীড়া সম্পাদক ঃ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে যাবতীয় ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং সংগঠনের গৃহীত বিভিন্ন বিনোদনমূলক কর্মসূচী (ক্রীড়া সংক্রান্ত) বাস্তবায়ন করবেন।

(ড) সমাজ কল্যান সম্পাদক ঃ অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গৃহীত কর্মসূচীর নির্ধারিত আলোকে

সমাজসেবামূলক দায়িত্ব পালন করবেন।

(ঢ) **নির্বাহী সদস্য ঃ** সকল সভায় উপস্থিত হওয়া, সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহযোগিতা, সংগঠনের কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা এবং নির্বাহী পর্ষদ কর্তৃক কোন দায়িত্ব অর্পিত হলে তা পালন করবেন।

১৭। নির্বাচন ঃ

(ক) নির্বাহী পর্ষদ তিন সদস্য বিশিষ্ট একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও দুই জন নির্বাচন কমিশনার সমন্বয়ে একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করবে এবং নির্বাচন কমিশন নির্বাহী পর্ষদের নির্বাচনের যাবতীয় ব্যবস্থা করবে, তবে নির্বাচন কমিশনের কোন সদস্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

(খ) বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাহী পর্ষদের নির্বাচন হবে।

(গ) নির্বাহী পর্ষদ নির্ধারিত সদস্য চাঁদা/ফি পরিশোধ (হালফিল) পূর্বক যাঁরা সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন, তাঁরাই নির্বাচনের দিন ইলেকট্রাল কলেজ বা নির্বাচক মন্ডলী হিসাবে গণ্য হবেন। নির্বাচনী তফসিল ঘোষনার পর যারা সদস্য হবেন তারা নির্বাচন প্রকৃয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

(ঘ) নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং এ্যাসোসিয়েশনের সার্বিক সহায়তাসহ যে কোন সদস্যের সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে।

(ঙ) সাধারণত: নির্বাহী পর্ষদ গঠণে, সমঝোতাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। সমঝোতায় ব্যর্থ হলে নির্বাচনের দিন উপস্থিত সদস্যের এক বা একাধিক প্যানেলের মাধ্যমে কণ্ঠ/হস্ত ভোটে একটি নির্বাহী পর্ষদ গঠিত হবে।

(চ) প্রতি দুই বছর অন্তর অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাহী পর্ষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। অনিবার্য কারণবশত নির্ধারিত সময় যদি নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হয় সেক্ষেত্রে সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে উক্ত মেয়াদ বর্ধিত করা যেতে পারে।

(ছ) নির্বাচনের ব্যপারে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৮। সভা অনুষ্ঠান (সাধারণ পর্ষদ)

(ক) ন্যূনতম বছরে একবার সাধারণ পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। এজন্য ন্যূনতম ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানাতে হবে। তবে জরুরী প্রয়োজনে একের অধিক জরুরী সভা আহ্বান করা যাবে এবং ৭ (সাত)দিন পূর্বে লিখিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই জরুরী সাধারণ সভা করা যাবে।

(খ) স্বাভাবিক নিয়মে বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত না হলে বা কোন প্রকার অনাস্থা প্রস্তাব বা সংবিধান সংশোধন বা পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা বা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বিবেচনার্থে বা জরুরী প্রয়োজনে কমপক্ষে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুরোধক্রমে সভাপতি জরুরী সাধারণ সভা ডাকতে পারবেন।

(গ) সধারণ সভার দিন বা অন্য কোন দিন সদস্যদের সমন্বয়ে ও পরিবার পরিজনসহ পুনর্মিলনীর আয়োজন করতে পারবে।

(ঘ) সাধারণ সম্পাদক সকল সভার বিজ্ঞপ্তি দিবেন। তবে যে কোন জরুরী সভা বা সভাপতির পারামর্শক্রমে সাধারণ সম্পাদক কোন সভা ডাকতে ব্যর্থ হলে সভাপতি জরুরী সভা ডাকতে পারবেন।

(ঙ) সাধারণ পর্ষদের সভা বার্ষিক সাধারণ সভা নামে অভিহিত হবে এবং সদস্য ফি বা চাঁদা পরিশোধকৃত তালিকাভূক্ত এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের এক পঞ্চমাংশের উপস্থিতিতে সভায় কোরাম হবে। সাধারণ সভায় এ্যাসোসিয়েশনের আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ ও বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা হবে।

(চ) সাধারণ সংখ্যাধিক্যমতকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি হিসাবে গণ্য করা হবে, তবে সকল সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সমঝোতা কে বা মতৈক্যকে প্রাধান্য দিতে হবে।

(ছ) কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোরাম যথেষ্ট বিবেচিত হবে, তবে সাধারণ পর্ষদ বা নির্বাহী পর্ষদের কোন সভা কোরামের অভাবে অনুষ্ঠিত হতে না পারলে মূলতবী সভা কোরাম ছাড়াই অনুষ্ঠিত হতে পারবে এবং এক্ষেত্রে

সভার বিজ্ঞপ্তির সময়সীমা অপরিবর্তিত থাকবে।

(জ) গঠনতন্ত্র সংশোধন বা বিলুপ্তির কোন প্রস্তাব মূলতবী সভায় বিবেচনা করা যাবে না।

১৯। সভা অনুষ্ঠান (নির্বাহী পর্ষদ)ঃ

(ক) নির্বাহী পর্ষদের সভা সাধারণভাবে প্রতি বছর অন্যূণ তিনটি অনুষ্ঠিত হবে। এজন্য ন্যূনতম ৭ (সাত) দিনের লিখিত বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে। প্রয়োজনবোধে নির্বাহী পর্ষদের অতিরিক্ত জরুরি সভাও ডাকা হবে। নির্বাহী পর্ষদ যে কোন সময় বর্ধিত সভার আয়োজন করতে পারবে।

(খ) নির্বাহী পর্ষদের জন্য এক চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে।

২০। তহবিল সংগ্রহ ও পরিচালনা ঃ

(ক) "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত এ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন" নামে নির্বাহী পর্ষদের মনোনীত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংক বা ব্যাংকসমূহে এক বা একাধিক ব্যাংক একাউন্ট থাকতে পারবে।

(খ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের নামে ব্যাংক একাউন্ট থাকবে। ব্যাংক একাউন্ট, বা একাউন্টসমূহ থেকে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের যে কোন দুই জন এর যুগ্ম স্বাক্ষরে লেনদেন সম্পন্ন হবে।

(গ) সদস্য বা জীবন সদস্যদের নিকট থেকে সংগৃহীত ফি বা চাঁদা বা সুভ্যেনীর বা সংকলনের জন্য বিজ্ঞাপন ছাড়াও নির্বাহী পর্ষদের অনুমোদনক্রমে নির্বাহী পর্ষদ বা পর্ষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন সদস্য অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সংস্থা/সংগঠনের কাছ থেকে অনুদান গ্রহণ করতে পারবেন বা তহবিল গঠন করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে বা আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবেন, তবে সরকারের প্রদত্ত কোন অনুদানের জন্য এরূপ কোন অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না।

(ঘ) অ্যাসোসিয়েশনের কাজে ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকার উর্ধ্বে ব্যয়ের জন্য নির্বাহী পর্ষদের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে।

(ঙ) বার্ষিক সাধারণ সভার পূর্বেই নির্বাহী পর্যদের উদ্যোগে অ্যাসোসিয়েশনের আয় ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং উক্ত সভায় নিরীক্ষাকৃত প্রতিবেদনটি অনুমোদিত হতে হবে।

২১। গঠনতন্ত্রের সংশোধনী ঃ

(ক) গঠনতন্ত্রের কোনরূপ সংশোধনের প্রয়োজন হলে বার্ষিক সাধারণ সভা বা জরুরী সাধারণ সভার (কোন মূলতবী সভা নয়) কমপক্ষে একমাসপূর্বে নির্বাহী পর্ষদের নিকট কোন সদস্য কর্তৃক প্রস্তাবাকারে তা পেশ করতে হবে। নির্বাহী পর্ষদ মতামতসহ বা মতামত ছাড়া উক্ত প্রস্তাব সাধারণ সভা বা জরুরী সাধারণ সভায় পেশ করবে।

(খ) গঠনতন্ত্রের উক্তরূপ সংশোধন বা পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের প্রয়োজন হলে তা কেবল বার্ষিক সাধারণ সভা বা জরুরী বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদনক্রমে গৃহীত হতে পারবে।

২২। বিলুপ্তি ঃ

কোন বিশেষ সময়ে বা পরিস্থিতিতে অ্যাসোসিয়েশনের অবসায়ন/ বিলুপ্তির প্রয়োজন দেখা দিলে, যথাযথ বিজ্ঞপ্তি জারি সাপেক্ষে বার্ষিক সাধারণ সভা বা জরুরী সাধারণ সভায় উপস্থিত তিন চতুর্থাংশ সদস্যের সম্মতিক্রমে বিলুপ্তি ঘটানো যাবে, তবে শর্ত থাকে যে, সংগঠনটির বিলুপ্তি ঘটলে বা সিদ্ধান্ত হলে সকল দায় পরিশোধের পর, কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি

থাকলে তা সাধারণ সভার বা জরুরী সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক, জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত/ সনামধন্য কোন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা যাবে।

২৩। **কার্যকারিতা ঃ**

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের ....তারিখের সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে প্রণীত এই গঠনতন্ত্র ....তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

প্রফেসর ড. মোঃ তজিবর রহমান
সভাপতি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত এ্যালামনাই এ্যাসোসিয়েশন

প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুস ছামাদ
সাধারণ সম্পাদক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত এ্যালামনাই এ্যাসোসিয়েশন